আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: ফেনী

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ২৯ মার্চ, ২০২০ বুলেটিন নং ১৩২	২৯ মার্চ হতে ০২ এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (২৫ মার্চ হতে ২৮ মার্চ, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২৫ মার্চ	২৬ মার্চ	২৭ মার্চ	২৮ মার্চ	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৩.৫	৩৪.৫	৩৫.৫	৩৫.৫	৩৩.৫-৩৫.৫
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২০.৩	২১.৫	২২.০	২২.৪	২০.৩-২২.৪
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৩০.০-৯২.০	৩৭.০-৯৬.০	৩১.০-৯৫.০	৩২.০-৯১.০	৩০-৯৬
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০
মেঘের পরিমান (অক্টা)	০	২	১	০	০-২
বাতাসের দিক	পশ্চিম/ উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম/ উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম/ উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম/ উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম/ উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পুর্বাভাস
২৯ মার্চ হতে ০২ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৩.৪-৩৮.০
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৭.২-২২.৯
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	২৩.০-৮৯.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.৭-৪.৮
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম

<u>কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:</u>

সাধারন পরামর্শ: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার সর্বত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। জেলার উপর দিয়ে মৃদু তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই। গত চারদিন জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করেছে এবং মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচদিনও জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

বোরো ধান:
কুশি থেকে কাইচথোড় পর্যায:

- এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরণ করে কাইচথোড় থেকে থোড় পর্যায়ে পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- চারাগাছের বয়স ৯০-১১০ দিন হলে ইউরিয়া এবং পটাশ সার শেষ উপরি প্রয়োগ করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পোকার উপস্থিতি সনাক্তকরণে আলোক-ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে এবং মনিটরিং বাড়াতে হবে। আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্বোফুরান গ্রুপের বালাইনাশক রৌদ্রজ্জল দিনে প্রয়োগ করুন।
- ব্লাস্ট ও বাদামী দাগ রোগ দেখা দিতে পারে। ব্লাস্ট দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে ব্যাভিস্টিন রৌদ্রজ্জল দিনে প্রয়োগ করুন।
- বাদামী দাগ রোগের আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে এডিফেনফস ৫০ ইসি মিশিয়ে রৌদ্রজ্জল দিনে স্প্রে করুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গম:

- ফসল পরিপক্ক হলে সংগ্রহ এবং নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন।
- রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকা, জাব পোকা, জ্যাসিড বা ইঁদুরের আক্রমণ এবং ব্লাস্ট, পাতার মরিচা রোগ, পাতা পোড়া, পাতায় দাগ রোগ, গোড়া পচা, পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- দেরীতে বপন করা ফসলে উইপোকার আক্রমণ দেখা দিলে বিকালে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগের পর সেচ প্রদান করুন।

পাট:

- মাটি ভালোভাবে পরীক্ষা করে বীজ বপন শুরু করুন।

মসুর:

- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- পড বোরার এর আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- পরিপক্ক ফসলকে গুদামজাত করতে সর্তকতা অনুসরণ করুন।

সবজি:

- হালকা সেচ প্রদান করুন।

- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আগাম বপনকৃত পেঁয়াজ/রসুনের জমিতে আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে পেঁয়াজে থ্রিপস পোকার আক্রমণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ প্রতিরোধে উপযুক্ত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- বিদ্যমান আবহাওয়াতে উদ্যান ফসলে বিভিন্ন ধরণের পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে, আক্রমণ সনাক্ত হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- আমে হপারের আক্রমণ দেখা দিলে ডাইথেন এম-৪৫@২.৫গ্রাম/লিটার অথবা ডাইমিথোয়েট@১.৫মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- কলাগাছে বোরনের অভাব দেখা দিলে ১গ্রাম বোরাক্স/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- আমে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত মাত্রায় ইমিডাক্লোরোপিড প্রয়োগ করুন।
- ছত্রাক আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে প্রতিদিন দুইবার পর্যাপ্ত পরিমানে পরিষ্কার পানি পান করান এবং সবুজ ঘাস খেতে দিন। টীকা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন।
- গর্ভবতী গাভীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রতিদিন ৫০-৬০গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খেতে দিন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে যথাযথ ব্যবস্থা নিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- হাসঁ-মুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।

মৎস্য:

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন।